Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম প্রচারে নারীদের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মৌলিতা তাসনিম মম

রোলঃ 216020266

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম প্রচারে নারীদের ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মৌলিতা তাসনিম মম

রোলঃ 216020266

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলাম প্রচারে নারীদের ভূমিকা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মৌলিতা তাসনিম মম, আইডিঃ 216020266 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলাম প্রচারে নারীদের ভূমিকা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: মামুনুর রশীদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

মৌলিতা তাসনিম মম

আইডিঃ 216020266

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

উম্মাহের ফিকির কি? 5

দাওয়াহ কি?..7

দাওয়াহ’র গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 7

দায়িত্ব আমার আপনার! 9

“দাওয়াহ চেইন” 10

দাওয়াহ কি ফরজ বিধান? 12

নারীদের দাওয়াহ’র গুরুত্ব 13

ইতিহাসে নারীদের দাওয়াহের ফলাফল 14

দা'ঈর গুণাবলি..15

নারীদের দাওয়াহ কেন? 18

নারীদের দাওয়াহ পদ্ধতি..19

সাদাকায়ে জারিয়া 26

প্রশ্ন উত্তর..27

একটি অনুরোধ 32

উম্মাহের ফিকির কি?

ফিকির শব্দের শাব্দিক অর্থ উপায়; চিন্তা, মতলব ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থ হলো গভীর চিন্তা করা। উম্মাহের ফিকির বলতে উম্মাহকে অর্থাৎ প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর উম্মাহকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা এবং এই চিন্তার মূল ভিত্তি হবে কিভাবে তাদের আল্লাহ ও তারঁ রাসূল সাঃ এর দ্বীনের দিকে নিয়ে আসা যায়।

উম্মাহের ফিকির ছাড়া দাওয়াতী কাজ করা অসম্ভব। জনৈক একজন বোন বলেন,"আমি খেতে পারিনা-ঘুমাতে পারিনা মাথায় সারাদিন চিন্তা কাজ করে কিভাবে আমি আল্লাহর দ্বীনের দিকে মানুষকে নিয়ে আসবো!"

প্রত্যেক নবি-রাসূল তাদের উম্মতের ফিকির করে গেছেন ও দাওয়াহ দিয়ে গেছেন। রাসূলুল্লাহ সাঃ এর ফিকির যেন ছিলো অবাক করার মতো।
আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইবরাহিম (আ.)-এর কথা তিলাওয়াত করলেন,
'হে আমার রব, তারা অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে, তাই যারা আমার অনুসরণ করবে তারা আমার দলভুক্ত, আর যারা আমার অবাধ্য হবে (তাদের ব্যাপারে) আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'
(সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৩৬)

আর ঈসা (আ.) বলেছেন, আপনি তাদের আজাব দিলে তারা আপনার বান্দা, আর ক্ষমা করলে আপনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।'
(সুরা মায়েদা, আয়াত : ১১৮)

অতঃপর রাসুল (সা.) দুই হাত তুলে বলেন, 'হে আল্লাহ, আমার উম্মত! আমার উম্মত!' আল্লাহ তাআলা বললেন, 'হে জিবরাইল, মুহাম্মদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, আপনি কাঁদছেন কেন?' মহান আল্লাহ সব কিছুই অবগত আছেন। জিবরাইল (আ.) এসে জিজ্ঞাসা করল।

রাসুল (সা.) তাকে নিজের কথা বললেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, “হে জিবরাইল, তুমি মুহাম্মদের কাছে গিয়ে বলো, ‘আমি শিগগিরই আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব এবং আমি আপনাকে কষ্ট দেব না’।”
(মুসলিম, হাদিস : ২০২)

কি অবাক করা স্নেহময় ভালোবাসা! রাসূলুল্লাহ সাঃ এর আদর্শে চলতে হলে তার সুন্নাহের অনুসরণ করতে হলে চিন্তা করতে হবে। আমার ভাই কিংবা বোন আগুনে জ্বলবে আর আমি বসে তা দেখবো তা হতে পারে?

ফিকির তো এটাই যা আপনাকে এমন করে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করবে। ফিকির তো এটাই যা আপনাকে দাওয়াতকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে দেখতে সাহায্য করবে। ফিকির তো এটাই যা আপনাকে দাওয়াতকে মিশন হিসেবে নিতে বাধ্য করবে।

অনেকটা সময় তো চলেই গেলো আর কতটা দেরি?আর কতদিন পর আমি-আপনি জাগ্রত হবো? কতদিন আর বেমালুম বসে থাকবো? ঠিক কতদিন পর এই উম্মাহকে রাস্তা দেখাতে শুরু করবো?

বলুন?

দাওয়াহ কি?

দা'ওয়াহ আক্ষরিক অর্থে "আমন্ত্রণ" করাকে বোঝায়, ক্রিয়ার সক্রিয় অংশগ্রহণ যার অর্থ বিভিন্নভাবে "ডাকা" বা "আমন্ত্রণ জানানো"। একজন মুসলিম যিনি ধর্মীয় কর্মী হিসাবে বা স্বেচ্ছাসেবক সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় মানুষকে ধর্মের ও শান্তির দিকে আহবান করেন, এই আহবানকে দাওয়াহ ও যে আহবান করে তাকে দাঈ বলে।

দাওয়াহ-এর বিষয়টি পুরোটা স্ব-চেষ্টার উপর নির্ভর করছে। ব্যক্তি কতটুকু উম্মাহের ফিকির বা চিন্তা করছে এবং এই চিন্তা শুধু চিন্তায় থেমে আছে নাকি বাস্তবেও কোন ফল বয়ে আনছে এগুলো নির্ভর করে ব্যক্তির প্রচেষ্টার উপর।

দাওয়াহ'র গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলাম প্রচার ও প্রসারের প্রথম ও উপযোগী মাধ্যম হলো দাওয়াহ। দাওয়াহ ছাড়া ইসলাম প্রচারের সার্থকতা খুব বেশি চিন্তা করাও কঠিন।

আল্লাহ বলেন,

وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسرٍ، إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَوْا بِالصَّبْرِ.

'কালের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত। তবে তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়'।
-সূরা আসর

উল্লেখিত সূরাতে আল্লা্হ তা‘আলা এখানে হক্ক এর দাওয়াত দিতে বলেছেন। আর হক্ক এর দাওয়াত দিতে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হলে ধৈর্যধারণ করতে বলেছেন এবং পরস্পরকে হক্কের উপদেশ না দানকারী ক্ষতিগ্রস্ত বলেছেন।

অন্য এক সূরায় আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَتَوَاصَوا بَالصَّبْرِ وَتَوَاصَوا بِالْمَرْحَمَةِ- أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.

‘অতঃপর (আল্লাহর নৈকট্য তারাও লাভ করতে পারে) যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরে ধৈর্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরে দয়া করার উপদেশ দেয়। তারাই হল ডানপন্থি, তারাই সফল’ (বালাদ ১৭)।

মানুষ দাওয়াতের মাধ্যমে ঈমানদার হয়, ধৈর্যশীল হয় এবং পরস্পর দয়া ও করুণা করতে শেখে, যা মানব সমাজে প্রয়োজন। সাথেই আল্লাহ ঈমানওয়ালা,সবরকারী ও দা'ঈ ব্যাক্তিদের সফল বলে তার কুরআনে পাকে উল্লেখ করেছেন।

দায়িত্ব আমার আপনার!

দ্বীনের খিদমত

দ্বীনের খিদমত কী জিনিস? ধরেন, আমি ডাক্তার। এক হচ্ছে, আমি হালালভাবে ইনকাম করছি, যথাসাধ্য রোগীদের ফ্রিতে-ডিসকাউন্টে দেখছি, আলিম-উলামার পরামর্শে চলছি, আমলের সাথে দিন কাটাই। নিঃসন্দেহে আমার সওয়াব হচ্ছে, আমি আল্লাহর প্রিয় হচ্ছি। এবং হয়তো আখিরাতে মাফ পেয়েও যেতে পারি। কিন্তু এর দ্বারা 'দ্বীনের' কী ফায়দা হচ্ছে? কেউ যখন জিজ্ঞেস করে : আমি দ্বীনের খিদমত কীভাবে করতে পারি। তার মানে, সে নিজের আখিরাত গোছানোর বাইরেও 'দ্বীনের খিদমত' করতে চাচ্ছে। এমন কিছু, যার দ্বারা..

১. দ্বীন শক্তিশালী হবে
২. দ্বীনের ওপর আঘাত প্রতিহত হবে
৩. দ্বীন ছড়িয়ে যাবে
৪. দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে

আলিমগণ বাই ডিফল্ট দ্বীনের খিদমত করেন। তাঁরা মাদরাসার মাধ্যমে দ্বীন টিকিয়ে রাখেন, ওয়াজের দ্বারা দ্বীনকে আমাদের মনে শক্তিশালী করেন, লেখনীর দ্বারা আঘাত প্রতিহত করেন, ময়দানের দ্বারা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের দুনিয়াদারিও ঘুরেফিরে দ্বীনের খিদমতই হয়ে যায়। কিন্তু আমরা?

দ্বীনের খেদমত কিভাবে করবো?

- এক হলো আমি কীভাবে জবাবদিহিতা থেকে বাচঁবো?
- আর দুই হলো, দ্বীনের খিদমত কীভাবে করব?

ডাক্তারি ঠিকমতো করলাম, আমি জাহান্নাম থেকে বাঁচলাম। দ্বীন কী

খিদমত পেল? ব্যক্তিগত আমল, সাফ লেনদেন ইত্যাদির সাথে সামগ্রিক দ্বীনের খিদমতও জরুরি। দ্বীনকে শক্তিশালী করা, দ্বীনের ওপর আঘাত প্রতিহত করা, দ্বীন ছড়িয়ে দেওয়া, দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা কেবল আলিমদের দায়িত্ব নয়। সমান দায়িত্ব আপনারও। যেটা কখনোই আদায় হবে না, যদি আপনি শুধুমাত্র আপনার জীবিকার কাজটাতেই সৎভাবে লিপ্ত থাকেন । আমি সারাদিন ডাক্তারি করলে আমার পকেট ভারি হবে । তাতে দ্বীন শক্তিশালী হবে না, আঘাত প্রতিহত হবে না, দ্বীন ছড়াবে না । দ্বীন ছড়ানোর জন্য যা প্রয়োজন আমাদের তাই করতে হবে কারণ-

দায়িত্ব আমার-আপনার!

"দাওয়াহ চেইন"

দাওয়াহ একটা চেইন। চেইন যেমন প্রত্যেকটা অংশ একে অন্যের সাথে জুড়ে থাকে। দাওয়াহ তেমনি। কিভাবে বলুন তো?

ধরুন আপনি একজনকে দাওয়াহ দিলেন এবং উক্ত ব্যক্তি আপনার দাওয়াহ গ্রহণ করলো। অতপর উক্ত ব্যক্তি ১০ জন কে দাওয়াহ দিলো এবং সেই ১০ জন আরো ২০ জনকে, ২০ জন আরো ৩০ জনকে, ৩০ জন আরো ৫০ জনকে। এভাবেই এটা একটা চেইন হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে এই চেইনের প্রথম যে ব্যক্তি আছে সে ব্যক্তি চেইনের প্রত্যেকটা মানুষের আমলের সমপরিমাণ নেকি পাবে।

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কল্যাণের পথ দেখাবে সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ নেকী পাবে, যে ঐ পথে চলবে'

(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯; বাংলা মিশকাত ২য় খন্ড, হা/১৯৯ ‘ইলম’ অধ্যায়)।

আরো একটি হাদিস জানি আসুন?

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ... مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُّنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئٌ وَمَنْ سَنَّ فِيْ الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُّنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ.

জারীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি (দাওয়াতের মাধ্যমে) ইসলামের একটি (মৃত) সুন্নাত চালু করবে সে তার নেকী পাবে এবং ঐ সুন্নাতের প্রতি মানুষ আমল করে যত নেকী পাবে তাদের সমপরিমাণ নেকী তার আমলনামায় লেখা হবে, তবে তাদের কারো নেকী কমকরা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ আমল চালূ করবে সে জন্য তার পাপ রয়েছে। আর ঐ মন্দ আমল করে যত লোক যে পরিমাণ পাপ অর্জন করবে সবার সমপরিমাণ পাপ তার আমলনামায় লেখা হবে, তবে তাদের কারো পাপ এতটুকুও কম করা হবে না’
(মুসলিম, মিশকাত হা/২১০; বাংলা মিশকাত ২য় খন্ড, হা/২০০‘ইলম’ অধ্যায়)।

নিজের আমলের উপর ভরসা না থাকতেই পারে কিন্তু **দাওয়াহ চেইনের** উপর ভরসা রাখাই যায়?কি যায় না বলুন?

দাওয়াহ কি ফরজ বিধান?

হানাফি আলেমদের মতে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সমস্ত মুসলমানদের উপর ফরযে কেফায়া। তথা কিছুসংখ্যক মুসলমান আদায় করে নিলে সবার উপর থেকে আদায় হয়ে যায়।
তবে কেউ ই যদি না করে পুরো উম্মাহ গুনাহগার হবে। (1)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে সূরা শূ'আরা তে বলেন,

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন।

পারিবারিক দাওয়াহ অর্থাৎ অধিনস্তদের দাওয়াহর প্রয়োজনীয়তা অন্য সকল ক্ষেত্র থেকে অধিক। অধিনস্তদের দাওয়াহ শুধুই প্রয়োজনীয় না বরং এটি ওয়াজিব(2)। অর্থাৎ আপনি পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রী হলে অধিনস্ত প্রত্যেকের কর্মের জন্য আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন। তবে যদি উত্তম নাসীহাত করা হয় এবং তারা এটাকে গ্রাহ্য না করে তবে কর্তা বা কর্ত্রী এ কর্মের জন্য দায়ী থাকবেন না। কারণ আল্লাহর আদেশ শুধুমাত্র পৌঁছে দেওয়া নয়কি এটাকে গ্রহণ করানোর জন্য বাধ্য করা।

বি:দ্র: তবে অন্য মাজহাব ও মানহাজের ভিত্তিতে অনেক আলেম দাওয়াহ কে ফরজে আইন ও বলে থাকেন।

১)রিসোর্স- https://ifatwa.info/65105/?show=65105#q65105
২)রিসোর্স - https://ifatwa.info/11113/

নারীদের দাওয়াহ’র গুরুত্ব

ইসলামে নারীদের দাওয়াহের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নারীদের মধ্যে ইসলামের সত্য ও মৌলিক প্রিন্সিপলস সহজেই সারাবিশ্বে প্রচারিত হতে পারে। দাওয়াহের পদ্ধতিতে নারীদের কাজের ক্ষেত্রে অনেক প্রভাবশালী হতে পারে, উদাহরণস্বরূপে তারা সমাজের মধ্যে ইসলামের সঠিক ধারাবাহিকতা প্রচার করতে পারেন এবং অবসান ও বিবাদে মধ্যস্থতা করতে পারেন। দাওয়াহের মাধ্যমে নারীরা পরিবার, সম্প্রদায়, এবং সমাজের ভালো নেতৃত্ব করতে পারেন।

ইতিহাসে নারী সাহাবিরা দৃঢ় মনোবল, ধৈর্য, আগ্রহ ও অসীম সাহসিকতার বলে ইসলাম ধর্মের খেদমতে অপূর্ব দৃঢ়তার উদাহরণ দেখিয়েছেন, যা ইতিহাসে বিরল।

তাই তাদের উত্তরসূরী হয়ে প্রত্যেক সচেতন নারীকে ভাবতে হবে, দ্বীনের জন্য, ইসলামের জন্য আমরা কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করেছি? আল্লাহর দেওয়া জীবনকে কোন পথে ব্যয় করছি? সেই সঙ্গে মনে দ্বীনের দাওয়াতের চিন্তাও করতে হবে। কীভাবে, কোন পথে ছোট-বড়, ধনী-গরিব, ফকির-মিসকিন, অহংকারী-বদমেজাজি এবং দ্বীনের প্রতি উদাসীন মা-বোনদের কর্ণকুহরে শাশ্বত ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো যায়? ইসলামের পথে সে তার চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি-বিবেক, জান-মাল ও সময়কে ব্যয় করার লক্ষ্যে কাজ করবে কোন পদ্ধতিতে দাওয়াত দিলে?

যে যত বেশি ইসলাম প্রচার করবে, তার ইমান ততই দৃঢ় হবে, আমল করা সহজ হয়ে যাবে। সে ইমানদার ও আমলওয়ালা হয়ে যাবে। তার অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা দূরীভূত হয়ে তার জন্য আল্লাহ ও তার রাসুলের পথে চলা অনেকাংশেই সহজ হয়ে যাবে। নারীদের এমন ছোট ছোট প্রচেষ্টায় গড়ে উঠতে পারে সোনালি সমাজব্যবস্থা।

নারী কোনো অবহেলার পাত্র নয়, নারীকে অবলাও মনে করে না ইসলাম। বরং ইসলাম বলে, হে নারী সম্প্রদায়! জেনে রাখুন একজন নারীর ভেতর ৭০ জন ওলির মর্যাদা ও ক্ষমতা লুকিয়ে আছে।’ এই মর্যাদার দরুন নারীরাই পারে ইসলামের শিক্ষায় সুন্দর, শিক্ষিত ও আলোকিত সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে।

এটা ঠিক যে, নারীদের জন্য দাওয়াতি আমল শুরু করা খুব সহজ নয়। তবে শুরু করলে সফলতা আসবে। এ ক্ষেত্রে হতাশ হলে চলবে না; নিজেকে অক্ষম মনে করা যাবে না। বারবার তার দুয়ারে কড়া নাড়তে হবে। একসময় সে সাড়া দেবেই। এরপর সেও কড়া নাড়বে আরেকজনের দুয়ারে। এমনিভাবেই একের পর এক জয়যাত্রা এগিয়ে যাবে বিশ্বময়-প্রতিটি মানুষের হৃদয় দুয়ারে। আর দুনিয়ায় বইবে জান্নাতের সুবাতাস-শুধু নারীদের কল্যাণে।

মনে রাখতে হবে নারী ই একটা পরিবারের মূল সুতরাং একজন নারী ই পারেন পুরো পরিবারের পরিবর্তন ঘটাতে। ঘরে ঘরে প্রত্যেক নারী যখন দাওয়াতের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করবেন, দাওয়াহ দিবেন তখন পরিবারগুলো পরিবর্তন হবে। পরিবারের পরিবর্তনের মাঝে দিয়ে সমাজের পরিবর্তন ঘটবে ও সমাজের পরিবর্তনের মাধ্যমেই রাস্ট্রের পরিবর্তন ঘটবে বি ইজ নিল্লাহ।

ইতিহাসে নারীদের দাওয়াহের ফলাফল

তাতারদের ইতিহাস প্রায় আমাদের সকলের ই জানা। এরা কখনো মুসলিমদের হত্যা করেছে আবার কখনো মুসলিমদের লাইব্রেরী জালিয়ে দিয়েছে। বইয়ের ছাইয়ে নদীর পানি কালো হয়ে যেত। মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে কেউ যদি বলে সূর্য পূর্বদিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিকে উদিত হয়েছে এটা বিশ্বাস করো, কিন্তু তাতারীরা হেরে গেছে- এটা বিশ্বাস করো না। এই বর্বর জাতির শত্রুতাকে শেষ করার জন্য আল্লাহর এক বান্দা জানকে নিজের হাতের মুঠোয় রেখে রাজ-দরবারের সীমানায় প্রবেশ করে ফেলেছে। তখনকার বাদশা তাইমুরের কানের সাহায্যে তার অন্তরে দাওয়াত ইলাল্লাহর একটি আহার পৌঁছানো হয়েছে। অন্যদিকে তারা বাদশাহ ও ওজিরদেরকে হত্যা করে তাদের স্ত্রী কণ্যাদেরকে বাদি বানিয়ে রেখেছিল, তাদের মধ্যে যাদেরকে বেশী পছন্দ হতো তাদেরকে তারা বিয়ে করে তাদের হেরেমে রেখে দিত। সেই নারীরা তাদেরকে চুপে চুপে ইসলামের দাওয়াতের ওষুধ পান করিয়ে ভিতরে ভিতরে তাদেরকে মুসলমান বানিয়ে ফেলেছিল। এক দিন এমন সময় এসেছে যে, এই বর্বর জালিম অত্যাচারী জাতি একত্রে সকলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয়

নিয়েছে। এমনকি ইসলামের ঝান্ডাবাহক এবং নিদর্শন হয়ে গিয়েছে। আওরঙ্গজেব ও বাদশাহ শাহজাহানরাই হলো সেই তাতারীদের বংশধর যারা ইসলামের শান ও মর্যাদা ধরে রেখেছিল। এটা হলো শুধুমাত্র দাওয়াতের জাদুময় প্রভাব । এই দাওয়াতের প্রভাবেই সর্বপ্রথম তাতারীদের পরাজয় ঘটে। আমার বোনেরা কি বুঝতে পারছেন আপনার দাওয়াহ কতটুকু পরিবর্তন বয়ে আনতে পারে?

দা'ঈর গুণাবলি

•বিশুদ্ধ নিয়ত
•এখলাস
•দয়া
•সালাম দেওয়া
•সর্বদা পরকালের চিন্তা
•দা'য়ী সর্বদা উম্মতের ফিকির করা
•আরাম প্রিয় না হওয়া
•বিনা প্রয়োজনে কথা না বলা
•অধিকাংশ সময় চুপ থাকা
•সারগর্ভ ভাষায় কথা বলা
•দা'ঈর কথা হবে স্পষ্ট
•নম্রতা
•কঠোর মেজাজি না হওয়া
•কাউকে হেয় না করা
•আল্লাহর নেয়ামতকে বড় মনে করা
•দ্বীনি বিষয়ে হস্তক্ষেপ হলে সহ্য না করা
•দা'ঈ দুনিয়ার কোনো বিষয়ে রাগান্বিত হবেনা
•নিজের জন্য রাগান্বিত না হওয়া
•নিজের জন্য প্রতিশোধ না নেওয়া

•কারো দিকে ইশারা করলে পূর্ণ হাত দ্বারা ইশারা করা
•কথা বলার সময় হাত নাড়ানো
•কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া
•দা'ঈর হাসি হবে মুচকি হাসি
•উপকারী কথা গোপন না করা
•অন্যদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো
•ক্ষমতাসীনের কাছে অভাবগ্রস্তদের অভাবের কথা পৌছানো
•দা'ঈর মজলিসে উপকারী আলোচনা হবে
•দাওয়াতের সাথে খাবারেরও ব্যবস্থা করা
•আগত ব্যক্তিদের মন রক্ষা করা
•আগত ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন না করা
•সম্মানি ব্যক্তিকে সম্মান করা
•মানুষকে ক্ষতিকর জিনিস থেকে সাবধান করা
•আপন সঙ্গীদের খোঁজখবর নেওয়া
•খারাপ কে খারাপ বলা
•সমতা রক্ষা করা
•তাড়াহুড়া না করা
•সর্বদা লোকজনের সংশোধনের প্রতি খেয়াল রাখা
•প্রত্যেক অবস্থার জন্য উসুল (মূলনীতি) থাকা
•হক কাজে ত্রুটি না থাকা
•কোনো কাজে সীমালঙ্ঘন না করা
•সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করা
•উঠতে বসতে আল্লাহর জিকির করা
•মজলিসে স্থান নির্দিষ্ট না করা
•মজলিসে যেখানে জায়গা পাওয়া যায়,সেখানে বসা
•মজলিসে প্রত্যেকের হক্ক আদায় করা
•কেউ কিছু চাইলে তা দান করা
•সদা হাসি মুখে থাকা
•অধিকারের ক্ষেত্রে সকলকে সমান দেওয়া

•মজলিস হবে সহনশীলতা ও ধৈর্যের নমুনা
•বড়দের সম্মান করা
•ছোটদের প্রতি সদয় হওয়া
•মুসাফিরের যত্ন করা
•সদা হাসি খুশি থাকা
•নম্র স্বভাবী হওয়া
•চিৎকার করে কথা না বলা
•অশ্লীল কথা না বলা
•কাউকে দোষারোপ না করা
•অধিক হাসি- ঠাট্টা না করা
•সওয়াবের কথা বলা
•কথা বলার সময় শ্রোতা চুপ থাকবে
•অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করা
•কারো সামনা-সামনি প্রশংসা না করা
•কারো কথায় বাধা না দেওয়া
সংযম ও ধৈর্যশীল হওয়া
•ধৈর্য বা সবর
•দুশমনকে বন্ধু বানানো
•মিথ্যা বলবো না
•নিজের দাওয়াতের ওপর শতভাগ আস্থা থাকতে হবে
•আত্মশুদ্ধি
•কিয়ামুল লাইল
•রোজা ও সাদকা আদায় করা
•কুরআন তেলাওয়াত করা
•ইলম ও জ্ঞান অর্জণ করা

•নিফাক
•দুনিয়ার মুহাব্বাত
•অঙ্গিকার পূরণ না করা
গাইরুল্লাহর মুহাব্বাত/
•ঝগড়া-ফাসাদ
•পাপ
•অহংকার
•ফাসাদ সৃষ্টিকারী
•দুনিয়ার জিনিষে খুশি
•জালেম মালদার

নারীদের দাওয়াহ কেন?

নারীদের দাওয়াহ এজন্য যে আমাদের সমাজে অর্ধেকের বেশি অংশ নারী এবং শিশু। দুঃখের বিষয় এই যে নারীদের মধ্যে দাওয়াহ এর ফিকির একদমই নেই, ফলস্বরূপ ভাইদের মধ্যে ইসলামকে যতটুকু চর্চা করা হয় বোনদের মধ্যে তার বিন্দু পরিমাণ করা হয় না। পর্দা যে একটি ফরয বিধান সেটাও অনেক বোনে জানেন না। অন্যদিকে যেসব বোনেরা দাওয়াতের কাজ করছেন পুরুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন কাজ করার জন্য তাদের মধ্যে বেশ কিছু ভুল-ক্রুটি ও দেখা দেয়। অথচ একজন নারী চাইলেই সমাজকে ভালোর দিকে নিয়ে যেতে পারে আবার একজন নারী চাইলেই সমাজকে খারাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

আমার বোনেরা হয়তো পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে দাওয়াতি কাজ একদম ছেড়ে দিয়েছেন তবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষরা কিন্তু তাদের কাজ ছেড়ে দেয়নি বরং

জোরালো ভাবে করছে। ফলস্বরূপ টাকা দিয়ে ঈমান কিনে নেওয়ার ঘটনা আজকে অহরহ। আমরা যারা নারী আমরা সহজেই মানুষের কথায় প্রভাবিত হই। ইসলাম থেকে দূরে ছিটকে যাওয়া যেন খুবই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার বোনেরা ইসলামের স্বাভাবিক জ্ঞানটুকু রাখে না নামাজের সতর কিংবা নামাজের ফরজ এগুলো বিষয়ে আমাদের অনেক বোনেরা জানেন না। এই না জানার পেছনে যে কারণটা আছে সে কারণটার জন্য দায়ী কি শুধুমাত্র সেই বোন? নাকি দোষ রয়েছে আমার আপনার এবং সবার?

রাসূলুল্লাহ সাঃ এর জীবনী পড়লে আমরা দেখতে পারি দাওয়াতের ক্ষেত্রে উম্মুল মুমিনীরগণ- সাহাবীয়াত গণ সকলেই ভূমিকা পালন করেছেন। দাওয়াত মানে তথাকথিত বাহিরে গিয়ে মাহারাম ছাড়া দাওয়াত দেওয়া নয়, আমার যে গণ্ডি টুকু আছে আমি সেই গণ্ডিতে দাওয়াত দেওয়ার চেষ্টা করব এবং এটাই আমাদের দায়িত্ব। যদি আমি আমার পরিবারকে পরিবর্তন করতে পারি আশা করি আমার পরিবার আরো দশটা পরিবারকে পরিবর্তন করতে পারবে। নারীদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় একটা সন্তান পালন করা এবং একজন মা যেমন সন্তানের জন্য ঢাল হয় তেমনি একজন মা চাইলেই সন্তানকে ইসলামের ঢাল হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। নারীরা ইমাম বুখারী কিংবা সালাউদ্দিন আইয়ুবী হতে পারবেনা কিন্তু এই নারীরাই চাইলে এই যুগের ইমাম বুখারী কিংবা সালাউদ্দিন আইয়ুবীকে তৈরি করতে পারবে।

নারীদের দাওয়াহ পদ্ধতি

ইসলামে নারীদের দাওয়াহের পদ্ধতি বিষয়ে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, নারীদের উত্তম আচরণ এবং শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে অন্যদেরকে ইসলামের সঠিক মূল্যায়ন করার জন্য প্রেরিত হতে হবে। তাদের মধ্যে প্রচারের জন্য কিছু শিক্ষার্থী ইসলামিক নিষ্ঠা এবং সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। সেইসাথে, তাদের সাথে সহযোগিতা করার মাধ্যমে নারীদের ইসলামিক প্রসঙ্গ প্রচারে সহায়তা করা হয়। এছাড়াও, মহিলা পরিষদ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, ও গ্রন্থমেলা ইত্যাদি আয়োজন করে নারীদের ইসলামিক শিক্ষা ও প্রচারের কাজে সহায়তা করা হয়।

নারীদের ওপর দাওয়াহ

আপনারা শহুরে মানুষ। আমি থাকি গাঁও-গেরামে। উপজেলায় আমার বাসা হলো পৌরসভার শেষ প্লট। আমার মসজিদ হলো গ্রামের মসজিদ। শহরের পরিস্থিতি এক রকম খারাপ, গ্রামের পরিস্থিতি আরেক রকম খারাপ। আমাদের পুকুরে দুইটা ঘাটের মতো করা। ছোটবেলায় দেখতাম,মহিলা-পুরুষ আলাদা ঘাটে গোসল করত। মহিলাদের ঘাট তেরপল দিয়ে ঘেরা থাকাও দেখেছি আমরা। এখন এক ঘাটেই একসাথে গোসল করে । ভয়াবহ দৃশ্য । জুমুআর সময় পুরুষরা যখন রাস্তা দিয়ে যায়, আগে তখন ঘাটে কেউ থাকত না। এখন ওই সময়টাই যেন গোসলের সময়। আচার-আচরণ, গীবত-শেকায়েত, ঝগড়ার ভাষা— এগুলোর অবস্থাও খুবই খারাপ। শরাফত, হায়া, ইজ্জত— এগুলো গ্রামেও কমে গেছে বহু। শুধু আরবানাইজেশনের দোষ দিয়ে লাভ নেই।

পুরো উপজেলায়ই নারীদের দুটো দ্বীনি কথা শোনার (দ্বীন শেখা তো দূর কি বাত) কোনো উপলক্ষ নাই। শীতের রাতে ওয়াজ মাহফিলে রাতের বেলা আসার কতখানি সুযোগ আছে জানি না। নিজ গ্রাম ছাড়া পাশের গ্রামে ‘সভা শোনার জন্য রাতে-সন্ধ্যায় যাবার সুযোগ আদৌ আছে বলে মনে হয় না। আপনারা বুঝতে পারছেন? জনগণকে চার ভাগ করেন। পুরুষ, নারী, ছেলেবাচ্চা, মেয়েবাচ্চা। পুরুষ বাদে বাকি তিন ভাগ একাট্টা। নারী নারীনির্ভর। উম্মতের এই তিন ভাগের দ্বীনি চেতনা-তরবিয়তের জন্য, ইনফ্যাক্ট দ্বীনি কথা 'শোনা'র জন্যও পুরো উপজেলায় আমরা কোনো জায়গা করিনি। বছরের পর বছর। উম্মতের মেজরিটি অংশ দ্বীনি কথা শোনে না, শুনতে পায় না। বছরের পর বছর কানে দ্বীন ঢোকে না। কিন্তু জি-বাংলা দেখে দৈনিক ভরপুর। শুধু ‘হায় হায়’ ‘গেল গেল’ বলে লাভ আছে? সব উচ্ছন্নে যাবার মেকানিজম কি আমরা নিজেরাই করিনি? নারীরা যেন রুটিনলি দ্বীনি কথা সারা বছর শুনতে পায়–এমন জায়গা করে দেওয়া দরকার মহল্লায় মহল্লায়। ‘দ্বীন শেখা'র ব্যবস্থা না হলেও দ্বীনি কথা শোনা'র ন্যূনতম ব্যবস্থাটুকু করা দরকার। খুব ভারী ইলমী আলাপ না হলেও সই। এটা হতে পারে :

১. মহল্লারই কোনো বাসা, যেখানে উঁচু দেয়াল/বেড়া রয়েছে। সেখানে সপ্তাহে ১ দিন।

২. কোনো মাদরাসা।

৩. মসজিদে শুক্রবার আসরের আগের সময়টা। যখন পুরুষরা ঘরে থাকে।

নামাজ তো নিঃসন্দেহে নারীদের জন্য ঘরেই উত্তম। কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন সপ্তাহের এক দিন নারীদের উদ্দেশ্যেওয়াজের দিন হিসেবে বরাদ্দ রেখেছিলেন, সেটা তো করাই যেত। সভা-মাহফিলে কি নারীরা যায় না? যায় তো। এটাও ধরেন মসজিদের ইমাম সাহেবের সাপ্তাহিক সভা। স্থান হবে মসজিদ । তবে সেসময় মসজিদে কোনো পুরুষ থাকবে না। সময়টা হোক, জুমুআর দিন আসরের আগে এক ঘণ্টা। পুরুষরা জুমুআ পড়ে খেয়েদেয়ে নাক ডেকে ঘুমাবে। আর হাতের কাজ সেরে মহিলারা বেলা ৩ টার দিকে মসজিদে আসবে। ইমাম সাহেব পর্দার আড়াল থেকে বয়ান করবেন। কাজে নামলে প্রয়োজনীয় আরও মোডিফিকেশন আনা যাবে। পুরুষের সাথে রাস্তায় মিক্সিংও হলো না। (যদিও রাস্তাটা কোনো ইস্যুই হতে পারে না। রাস্তা তো আলাদা করা সম্ভব না।)

দেখবেন, কথা শোনার জন্যই অনেক মা-বোন চলে আসবে। মেয়েরা শুনতে চায়। নারীদের নরম দিল। পুরুষ আসে ঠিক খুতবার আগে । নারীরা কিন্তু সুযোগ দিলে কথা শোনার জন্য আগে আগে এসে বসে থাকবে। মাহফিলগুলোতে টের পাওয়া যায় তাদের কথা শোনার আগ্রহ কতটা। আমার বাসায় তাবলীগের মহিলাদের তালিম হতো। মাসে এক বার বয়ান হতো। এমনিতে সাপ্তাহিক তালিমে ২০-২৫ জন হতো।
বয়ানের দিন ১০০-১৫০ হয়ে যেত, পুরো বাসা ভরে যেত। পাশে বস্তিতে গার্মেন্টসের মেয়েরা থাকত। দল বেঁধে চলে আসত শুনতে। ইমাম সাহেবকে প্রয়োজনে আরেকটু বেতন দেয়া হোক। উম্মতের তিন- চতুর্থাংশই যারা, তাদেরকে দ্বীনমুখী না করে কিসের স্বপ্ন দেখছি আমরা? তাবলীগের একটা ফরম্যাট আছে সাপ্তাহিক। সেটা বেশ অপ্রতুল ও অতিরিক্ত নিয়মকানুনের বেড়াজালে প্রসারহীন। তিন-চতুর্থাংশকে আমরা দ্বীনের কথা পৌঁছতে পারছি না। ভবিষ্যৎ যারা গড়বে, তারাই আমাদের আওতার বাইরে এখনো । স্থানীয় দায়িত্বশীল আলিমগণের সাথে কথা বলুন। শত বছর ধরে

আলিমগণ মজলুম । তাঁরা চাইলেও অনেক কিছু পারেন না। বরং নিজেরা একটা সেট-আপ রেডি করে আলিমদেরকে দেখান। তাঁরা ভিজিট করে অনুমোদন দিলে কাজ শুরু হোক। সকল উদ্যোগ তাঁদেরকেই কেন নিতে হবে?

জেনানা মহলে দাওয়াহ

আমাদের বোনদের দাওয়াতের ময়দান ঘরোয়া পরিবেশ। এতক্ষণের আলাপ-সালাপ অধিকাংশই বোনেদের জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে না। দাওয়াতের ক্ষেত্রে বোনদের কর্মক্ষেত্র কী কী আছে যদি ধরি :

- পরিবারে ও আত্মীয়মহলে নাবালক কাচ্চা-বাচ্চা
- আত্মীয়া- বান্ধবী
- ক্যাম্পাসের হোস্টেল
- নিজের ঘর-পরিবার
- অনলাইন
- আপনি নিজে

১. নিজে

আপনি নিজে যোগ্য হয়ে উঠুন। অপ্রয়োজনীয় ডিগ্রির পেছনে সময় নষ্ট না করে প্রয়োজনীয় জিনিসে নিজেকে যোগ্য করে তুলুন। যোগ্যতা নিজেই একটা দাওয়াহ ।

- অনলাইনে দেশি-বিদেশি নানান কোর্স করুন। IOM 4

হয়ে ৩ বছর মেয়াদি ইলম কোর্স করে ফেলুন।

- নানান বইপত্র পড়ুন ।
- সহিহ কুরআন তিলাওয়াতে পারদর্শী হোন।
- পুষ্টিবিদ্যা, স্বাস্থ্যজ্ঞান, শিশুপালন, হোম ম্যানেজমেন্ট, শিশু-শিক্ষা, প্রসূতি-যত্ন, নর্মাল ডেলিভারি ইত্যাদি সম্পর্কে নিজ

।উদ্যোগে জানার চেষ্টা করুন।

- একটা বিষয়ে প্রচণ্ড যোগ্য হোন, যেটা আপনি আর ১০ জন বোনকে শেখানোর যোগ্যতা রাখেন। এইটা আপনার দাওয়াহ অডিয়েন্সকে বড় করবে।

২. *নিজ ঘর*

নিজের ঘর-সংসার-স্বামী-সন্তান আপনার দাওয়াতের প্রথম হকদার। তাই ঘরে দাওয়াতের পরিবেশ সর্বাগ্রে জরুরি। আপনার ঘরটাকে একটা 'হিদায়াতের পরিবেশ' হিসেবে তৈরি করুন। আপনার ঘরে পা দেয়াযাত্র অতিথির অন্তরে ধাক্কা লাগবে। ঘরে ঢুকে যে কেউ হিদায়াতের পরশ পেয়ে যাবে।

- ঘরে একটা রুম বা রুমের কিছু অংশ নিয়ে মসজিদ গ্লাস লাইব্রেরি তৈরি করুন। অতিথি নারীদেরকে এই ঘরে এনে বসাবেন, এমনভাবে সেট-আপ করুন। আপনার নামাজ-যিকির-তিলাওয়াত হবে এখানে। বাচ্চাদের পড়াশোনা, ঘরে তালিম—সব এখানে ।
- ঘরে দিনের নির্দিষ্ট সময় হাদীসচর্চা করুন । স্বামীর সাথে পরামর্শ করে কিতাব ঠিক করুন। ঘরের মানুষদের নিয়ে রোজ নির্দিষ্ট সময় তালিম করুন । দুইটা পর্ব থাকবে । দশ দশ, বিশ মিনিট । একটা বই থাকবে ফিক্সড, আমল বাড়ানোর জন্য। আরেকটা বই পড়বেন, যেটা শেষ হলে নতুন কোনো বই শুরু হবে।
- ঘরকে রুটিন করে পরিচালনা করুন। অনেক সময় বাঁচবে। প্রায়শই রুটিন করুন ।

নারীদের প্রথম এবং প্রধান দাওয়াহ এর স্থান হলো ঘর। সে যে বাড়িতে থাকবে সে বাড়িকে সে ফুলের বাগানে রূপান্তরিত করবে। যে বাগানের ফুলের সুবাসে সুবাসিত হবে বাগানের চারপাশ। যে বাগানের ফূল দেখে অন্যরা উক্ত ফুলের মতো হবার চেষ্টা করবে।

৩.অতিথি নারী

অতিথি নারী এলে ঘরের দৈনন্দিন আমল পেছাবেন না। এই আমল দেখাটাই তার জন্য দাওয়াহ। কেউ এসেছে বেড়াতে, তালিমের সময় হয়ে গেছে, তাকে নিয়ে তালিম শুরু করেন। আপু, আমাদের তো এখন তালিমের সময়, আসুন হাদীস শুনি। আপু, নামাজের সময় হয়ে গেছে, আসুন নামাজটা পড়ে গল্প করি। গীবতের সময় তাকে থামিয়ে দিন আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি যেন না থাকে। শুধু খাবার এগিয়ে দেবার নাম আপ্যায়ন না, মন এগিয়ে দেবার নাম আপ্যায়ন । মন দিয়ে মন জয় করতে হয়। আর মন জয় হবার লক্ষণ হলো, সে আবার আসবে। হাসিমুখের আকর্ষণ আছে । দেখেন, প্রতিটা মানুষ কষ্টে আছে ইসলাম ছাড়া। তাকে যদি আপনি ক্ষণিকের স্বস্তিময় আবেশ দিতে পারেন, আপনার কাছে এসে যদি সে স্বস্তি পায়, তো সে আবার না এসে পারবে না। আর যদি শীতল আচরণ পায়, তবে আর আসবে না। যাবার সময় কিছু গিফট দিয়ে দিন, যা তাকে আপনার কথা মনে করাবে। এভাবে মানুষকে পাগল বানানো যায়। আপনার উদ্দেশ্য প্রভাবিত করা। সুতরাং তাদের কথায় প্রভাবিত হওয়া যাবে না, যেহেতু তাদের দ্বীনের বুঝ নেই। দ্বীনের গুরুত্ব, দ্বীন শেখার গুরুত্ব, আপনি কিভাবে কিভাবে শিখেছেন, তিনিও চাইলে শিখতে পারেন, এসব গপসপ হবে। আপনার ঘর দেখে তার যেন মনে হয় : ইস আমার ঘরটাও যদি এমন প্রশান্তিময় সাদাসিধে হতো।'

৪. আত্মীয় মহলে নাবালেগ বাচ্চাকাচ্চা:

এদেরকে আপনার পাগল বানিয়ে ফেলেন। ঈদের সময় এদের নিয়ে নানান প্ল্যান সাজান। গিফট দেন। গল্পের আসর জমান। "আসো। আজ তোমাদেরকে ওই নবির গল্প শোনাব, যাকে মাছে খেয়ে ফেলেছিল। আর গল্প শেষে আমরা খাব... নুডলস। চলো চলো।' বই পড়ে শোনানো । স্লাইড বানিয়ে গল্প বলতে থাকা। ড্রামা করে গল্প বলা। মেয়ে বাচ্চাদেরকে সাজানো, হাতে মেহেদি দেয়া। ছেলেগুলোকে নিয়েও কিছু চিন্তাভাবনা করা। 'চলো যে যা পারো, কিছু একটা করে দেখাও। সূরা বলো, গজল শোনাও, নবিদের গল্প শোনাও, সাহাবিদের নাম শোনাও। যারটা ভালো হবে, তার জন্য গিফট।' এভাবে মাতিয়ে রাখতে হবে। এরা বড় হয়েও আপনাকে মিস করবে।

একই রকম। হোস্টেলে নামাজের ঘর। সেখানে পাঠাগার। সাপ্তাহিক পাঠচক্র। প্রতিদিন হাদীসের তালিম। কুরআন অনুশীলন ও মুখস্থের মজলিস। নামাজের ঘরটাকে কেন্দ্র করে নানান আয়োজন। খাওয়া- দাওয়া। কোনো রুমে গিফট-সহ গিয়ে সবাইকে দাওয়াহ করা, ইসলামের প্রয়োজন বোঝানো। ইসলাম যে অবিকল্প—এটা বোঝানো। নামাজের ঘরটা কেবল আধ্যাত্মিক কেন্দ্রই না, নানা বিষয়ের জাগতিক কেন্দ্রও যেন হয় । যেমন ক্রিয়েটিভ কিছু শেখার জায়গা, গেস্টরুম জাতীয় কিছু একটা। বয়স্ক শিক্ষার গোল্ডেন রুল হলো: বয়স্ক মানুষ লেকচার নেয় না। তাকে দেখাতে হয়। ভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন। দ্বীন শোনানোর চেয়ে দ্বীন দেখানো বেশি ইফেক্টিভ এডাল্ট লার্নিং-এ। আপনার দ্বীনের পরিষ্কার বুঝ,আপনার আমল, আপনার ডেডিকেশন, আপনার সিরিয়াসনেস, আপনার আখলাক দেখে অন্যান্য মেয়েরা দাওয়াহ নেবে। মৌখিক দাওয়াতের চেয়ে নন-ভার্বাল আমলী দাওয়াহ বেশি বেশি প্রভাবিত করবে বাকি মেয়েদেরকে।

সপ্তাহে এক দিন রুটিনওয়ার্ক হিসেবে এবং ফিতনার দিবসগুলোকে সামনে নিয়ে হোটেলের রুমে রুমে যাওয়া যেতে পারে। সাথে থাকবে গিফট, লিফলেট ইত্যাদি। ইসলামের খবর জানানো। সম্পর্ক করা। হোষ্টেলে কিছু মেয়ে থাকে, যারা ক্রাইসিসের মধ্যে আছে। অর্থনৈতিক সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা, দাম্পত্য সমস্যা। এগুলোর ব্যাপারে অবগত থাকা। তাদের পাশে দাঁড়ানো। আর্থিকভাবে, বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে। সামাজিক দাওয়াহ ।

সাদাকায়ে জারিয়া

এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন,

“যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে আহবান করে সে ঐ পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হয় যে ব্যক্তি তদনুযায়ী আমল করে। কিন্তু এতে আহ্বানকারীর সওয়াব কমানো হয় না।”
(সুনানু আবি দাউদ-৪৬০৯)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَ حَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلِمَهُ وَ نَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مُصْحَفًا وَّرَثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِإِبْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ أَوْ نَهَرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.ِ

অন্য এক হাদিসে,
আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মুমিনের মৃত্যুর পর যে সব নেক আমলের নেকী মুমিনের নিকট পৌঁছবে তা হচ্ছে
(১) ইলম, যা শিক্ষা করেছে এবং দাওয়াতের মাধ্যমে প্রচার ও প্রসার করেছে
(২) নেক সন্তান, যাকে পৃথিবীতে রেখে গেছে
(৩) কুরআন, যা ওয়াকফ করে রেখে গেছে।
(৪) মসজিদ, যা সে নির্মাণ করে গেছে
(৫) সরাইখানা, যা সে পথিকের জন্য নির্মাণ করে গেছে
(৬) খাল, যা সে খনন করে গেছে অথবা ছাদাক্বা, যা সে সুস্থ ও জীবিত থাকাবস্থায় দান করে গেছে’
(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৫৪; বাংলা মিশকাত ২য় খন্ড, হা/২৩৭ ‘ইলম’ অধ্যায়)।

উক্ত হাদিসের প্রথম পয়েন্টের দিকে খেয়াল করুন ইলম অর্জন এবং দাওয়াতের মাধ্যমে তা প্রচার প্রসার একটি সাদাকায়ে জারিয়া। যে ব্যক্তিকে দাওয়াহ দেওয়া হয়েছে সে ব্যক্তির আমল যতদিন চলমান ততদিন দা'ঈর সাদাকায়ে জারিয়া চলতেই থাকবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

"তোমার মাধ্যমে যদি আল্লাহ একজন লোককেও হেদায়েত দেন তবে তা তোমার জন্য একটি লাল উট পাওয়া থেকেও উত্তম।"
(বুখারী ১২/৩৭)

উক্ত হাদিসে যে লাল উটের কথা বলা হয়েছে আরবে সেই সময় তা মহামূল্যবান সম্পদ ছিলো এবং দা'ঈ জন্য দাওয়াহ এর থেকেও উত্তম।

প্রশ্ন উত্তর

°**প্রশ্নঃ**
দ্বীনের ব্যপারে দাওয়াত দেয়ার গুরুত্ব কেমন হওয়া উচিত? পরিবারের সদস্য ব্যতিত অন্য কাউকে দ্বীনের দাওয়াত না দিলে আখেরাতে জবাব দিতে হবে? মহিলা এবং পুরুষদের দাওয়াত দেয়ার বিধান কেমন হবে।

°উত্তরঃ
দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সমস্ত মুসলমানদের উপর ফরযে কেফায়া। তথা কিছুসংখ্যক মুসলমান আদায় করে নিলে সবার উপর থেকে আদায় হয়ে যায়।

তবে ব্যক্তিগত ভাবে সবাইকে নিজ নিজ অন্তর পবিত্র রাখা ও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিজ অন্তরকে হেফাজতে রাখা ফরযে আইন। আহকামুল কুরাআন-জাসসাস;২/৩১৫

ফাতাওয়ায়ে হাক্কানিয়া-২/৪৩৮

°প্রশ্নঃ
পরিবারের সদস্য ব্যতিত অন্য কাউকে দ্বীনের দাওয়াত না দিলে আখেরাতে জবাব দিতে হবে?

°উত্তরঃ
শরীয়ত যাকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অভিভাবক নিযুক্ত করেছ, তার উপর ওয়াজিব অধীনস্থ সবাইকে দ্বীনের দিকে নিয়ে আসা।এর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।নিজ অধীনস্থ ব্যতীত অন্য সবাইকে দাওয়াত দেয়া ফরযে কেফায়া।মুসলমানদের যে কোনো একজনকে আদায় করতে হবে।কেউ একজন আদায় করে নিলে সমস্ত মুসলমানের উপর থেকে দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। নতুবা সবাইকে এর দায়-দায়িত্ব নিতে হবে।তথা সবাই গোনাহগার হবে।যে বা যারা এই মহান দায়িত্ব আদায় করবে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত রহমত আর অশেষ বিনিময়ের ভান্ডার।

মহিলা এবং পুরুষদের দাওয়াত দেয়ার বিধান কেমন হবে?

পুরুষকে পুরুষ আর মহিলাকে মহিলা দাওয়াত দিবেন।এটাই সাধারণ নিয়ম।যদি কোথাও মহিলাদের দ্বারা দাওয়াতী কাজ করা সম্ভব না হয় তাহলে পর্দাপুশিদা র সাথে পুরুষরা দাওয়াতী কাজের ব্যবস্থা করতে পারবেন।পর্দার আড়াল থেকে মহিলারা কুরআন-হাদীসের বাণী শুনবে।

আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ইমদাদুল হক
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

°প্রশ্নঃ

আসসালামু আলাইকুম, আমি আইওএমের দাওয়াহ কোর্সটা করতে আমাদের মাদ্রাসার সকলকে উদ্বুদ্ধ করছি। তারা অনলাইন বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলে আমাকে তাদের সহযোগিতায় অনেক সময় ব্যয় করতে হচ্ছে। এখন রমযান তো কুরআনের সাথে কাটানোর সময়। ব্যস্ততার কারণে হয়তো আমি কোনোদিন কুরআন পড়তে পারিওনি। তাই খারাপ লাগছে। অন্যদিকে আবার দাওয়াহ তো ফরজে কেফায়া। এর মাধ্যমে তো অনেক সওয়াবও হাসিল হবে। তাহলে কি আগে নিজের ফিকির নাকি উম্মতের? অর্থাৎ নফল ইবাদত বেশি জরুরি নাকি দাওয়াহ দেওয়া?

°উত্তরঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

জবাবঃ-

আলহামদুলিল্লাহ!

(১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

"তোমার মাধ্যমে যদি আল্লাহ একজন লোককেও হেদায়েত দেন তবে তা তোমার জন্য একটি লাল উট পাওয়া থেকেও উত্তম।" (বুখারী ১২/৩৭)

তিনি আরো বলেন:

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

"যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে আহবান করে সে ঐ পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হয় যে ব্যক্তি তদনুযায়ী আমল করে। কিন্তু এতে আহ্বানকারীর সওয়াব কমানো হয় না।"(সুনানু আবি দাউদ-৪৬০৯)এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন- https://www.ifatwa.info/31389

সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনী ভাই/বোন!

আপনি নিজের ঈমান আ'মল কে প্রথমে বিশুদ্ধ করতে ও বিশুদ্ধ ত্বরিকায় দাওয়াত দিতে প্রথমে ইলম অর্জন করবেন।ইলম অর্জন করার পর দাওয়াতের কাজে মনোনিবেশন করবেন। দাওয়াতের কাজও একটি ইবাদত। দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা।নিজের ফরয ওয়াজিব ও নফল ইবাদত আদায় করার সাথে সাথে দাওয়াতের

কাজও করবেন। মনে রাখবেন ঐ ইবাদতই ফলপ্রসূ যে ইবাদত দাওয়াতের সাথে হয়ে থাকে।

দাওয়াতের অজুহাত দেখিয়ে নিজের ইবাদতকে বিসর্জন দেয়া যাবে না ঠিকতেমনিভাবে নফল ইবাদতের অজুহাত দেখিয়ে দাওয়াতের কাজকে বিসর্জন দেয়া যাবে না। কখনো যদি দেখেন যে, এই মুহূর্তে আপনার চেষ্টার ফলে আল্লাহর হুকুমে একজন মানুষ হেদায়ত প্রাপ্ত হবে, তাহলে তখন ব্যক্তিগত নফল ইবাদতের চেয়ে দাওয়াতকে প্রধান্য দিবেন।কেননা দাওয়াত এমন একটি ইবাদত যার ফায়দা নিজের কাছেও যেভাবে পৌছবে,অন্যর কাছেও গিয়ে পৌছবে।

°প্রশ্নঃ অনেকে বলে থাকে দাওয়াতের কাজ শুধু এই উম্মতকেই দেয়া হয়েছে , আগে এই দায়িত্ব শুধু নবিদের ছিল (আবার তারাই বলে , বনি ইসরাইলের অমুক আলেম দাওয়াত না দেয়ার কারনে শাস্তি পেয়েছেন)

°উত্তরঃ

বনি ইসরাঈলের মধ্যে শনিবারের মাছ শিকার নিয়ে কয়েকটা গ্রুপ ছিল,একটা গ্রুপ ছিল,যারা মাছ শিকার করেছে,একটা গ্রুপ ছিল,মাছ শিকার করেনি তবে তারা বাধা দানও করেনি।আরেকটা গ্রুপ ছিল,যারা দুয়েকবার বাধা দান করে শেষ পর্যন্ত আর বাধা দান করেনি।আরেকটা গ্রুপ ছিল,যারা শেষ পর্যন্ত বাধা দান করেছে।প্রথমোক্ত তিন গ্রুপকেই আল্লাহ বানর এবং শুকুর বানিয়েছিলেন।আর চতুর্থ গ্রুপকে অাল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।যেহেতু তারা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ প্রদানের উপর অটল ছিলো।

উক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে,পূর্ববর্তী যুগেও সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ প্রদান ফরয ছিলো। তবে পূর্ববর্তী যুগে যেহেতু ধারাবাহিক নবী আসতেন,তাই সেই ফরয স্থায়ী ছিল না।বরং নবী আগমনের পূর্বে অস্থায়ী ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন,

قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: «كانت بنُو إسرائيل تسُوسُهم الأنبياء، كلما هلَكَ نبيٌّ خلَفَه نبيٌّ، وإنه لا نبيَّ بعدِي» (متفق عليه)

পূর্বযুগে বনি ইসরাঈলে নবীগণ জাতীর নেতৃত্ব প্রদান করতেন।যখনই কোনো নবীর মৃত্যু হত,তখনই আরেক নবী চলে আসতেন।কিন্তু আমার পর কোনো নবী নাই।সুতরাং মুসলিম জাতীর নেতৃত্ব আমার উম্মতরাই দেবে।(সহীহ বুখারী,সহীহ মুসলিম)

সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনী ভাই বোন!

উম্মতে মুহাম্মাদির ন্যায় পূর্ববর্তী যুগেও সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ফরযে কেফায়া ছিলো।এমনকি পূর্ববর্তী যুগে কোনো কোনো সময় ফরযে আইনও ছিলো।তবে পার্থক্য হল,পূর্ববর্তী যুগে ফরয বিধানটা সাময়িক ছিলো।আর উম্মতে মুহাম্মাদির ফরয বিধানটা চিরস্থায়ী।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ইমদাদুল হক

ইফতা বিভাগ

Islamic Online Madrasah(IOM)

একটি অনুরোধ

দাওয়াতের বিনিময় সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করলেও উম্মাতের ফিকির ছাড়া দাওয়াতের কাজ করা অসম্ভব। উম্মাহের ফিকির বৃদ্ধি পাবে বেশি বেশি আখিরাতের চিন্তা করলে এবং সিরাহ নিয়ে মুতাআলা করলে।

দাওয়াতের কাজ করতে বাধ্য করা সম্ভব না,তবে অনুরোধ করা সম্ভব। চিন্তা করে দেখুন আমার আপনার ভাই বোন চিরস্থায়ী আগুনের দিকে ছুটে যাচ্ছে এবং আমাদের বসে বসে তা দেখছি! এই মুহুর্তে হাত গুটিয়ে বসে থাকা উচিত?নাকি প্রত্যেক ঘর থেকে নিজেদের উদ্যোগ নেওয়া উচিত?

তাই আসুন দাওয়াতের কাজে এগিয়ে আসি!
ফিকির করি ও বাস্তবায়ন করি!